# বেরোবির উপাচার্যসহ ৩৫ জন পদত্যাগ করায় কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ

**জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর** : মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট ২০২৪

বেগম রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য , কোষাধাক্ষ্য , প্রক্টর হল প্রভোষ্টসহ সকলেই পদত্যাগ করায় বিশ^বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। কবে বিশ^বিদ্যালয় খোলা হবে, পাঠদান কবে থেকে শুরু হবে কেউ বলতে পারছেনা।

আবাসিক হলের প্রভোষ্টরাও পদত্যাগ করায় হলে কোন প্রশাসন নেই। তবে রেজিষ্টার থাকলেও তিনি পুরোপুরি হাত গুটিয়ে বসে আছেন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

বিশ^বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বেরোবির অন্যতম সমন্বয়ক ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাইদ হত্যার পর আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পতন হয় শেখ হাসিনার। তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান।

এ ঘটনার পর বিশ^বিদ্যালয়ের প্রকটর শরীফুল ইসলামসহ পুরো প্রক্টরিয়াল বডি পদত্যাগ করে। এর পরেই পদত্যাগ করেন উপাচার্য অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ, এর পরেই একে একে পদত্যাগ করেন হল প্রভোষ্ট অধ্যাপক বিজয় মোহন চাকি, পরিবহন পুলের পরিচালক ড, কামরুজ্জামান, পরিচালক গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক গাজী মাযহারুল আনোয়ার, প্রভোষ্ট মীর তামান্না সিদ্দিকা, তিন হলের সব সহ প্রভোষ্ট, তিন সহকারী প্রক্টর সাইফুল ইসলাম, ড, সাজ্জাদ হোসেন পাটোয়ারী, ছাত্র পরামর্শক সৈয়দ আনোয়ারুল আজীম, সব হলের সহ প্রভোষ্ট, ট্রেজারার অধ্যাপক মজিব উদ্দিন আহাম্মেদসহ ৩৯জন। এমনি অবস্থায় বিশ^বিদ্যালয় পুরোপুরি অবিভাবহীন হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাসনিমা বলেন হল খুলেছে ক্লাশ হয়না কবে বিশ^বিদ্যালয় খোলা হবে কেউ বলতে পারেনা। আমরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। মেয়েদের একমাত্র হলে প্রভোষ্ট সহ প্রভোষ্ট না থাকায় আমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছি। শিক্ষার্থী আহসান হাবিব বলেন দুটি ছেলেদের হলে প্রভোষ্ট নেই সহ প্রভোষ্ট নেই হল চলছে অভিভাবকহীন ভাবে। কবে ক্লাশ শুরু হবে কেউ বলতে পারেনা।

এ ব্যাপারে বিশ^বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন কর্মকর্তা বলেন, বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকলে চলবেনা। সব কাজ উনি ছাড়া হবেনা। উপ উপাচার্য ওনার টার্ম শেষ হয়ে গেছে আগেই ফলে কাজ চলানোর মতো কেউ নেই।

এ ব্যাপারে রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন উপাচার্য ছাড়া বিশ^বিদ্যালয় অচল। প্রশাসনিক নির্দ্দেশনা উনি ছাড়া আর কারো দেবার এখতিয়ার নেই। এখন আমাদের দরকার যত দ্রæত সম্ভব উপাচার্য নিয়োগ দেয়া। এটা যত তাড়াতাড়ি করা যাবে তত তাড়াতাড়ি সব সমস্যা সমাধান হবে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে বিশ^বিদ্যালয়ের রেজিষ্টার প্রকৌশলী আলমগীর চৌধুরীর সাথে তার মোবাইল ফোনে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।